মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের এক মিটার রিডারকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মেহেরপুর ওজোপাডিকো কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। এ সময় তারা হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তব্য দেন সহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, হামলায় আহত মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল) এবং লাইনম্যান রুবেল হোসেন। বক্তারা বলেন, সরকারি দায়িত্ব পালনরত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তারা অভিযোগ করেন, ঘটনার পরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তারা আরও বলেন, শনিবারের মধ্যে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীকাল থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

জানা যায়, ২ জুন দুপুরে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়া এলাকায় সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির পাশের একটি স্থানে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ করতে যান মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল)। এ সময় ওই এলাকার মাসুদুর রহমান পুল্টন নামে এক ব্যক্তি তার পথরোধ করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মিটার রিডিংয়ের কাজে বাধা দেন এবং একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানকে শারীরিকভাবে মারধর করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান এবং সরকারি কর্মচারীর

ওপর হামলার অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল ইজিবাইক, শিশু- নারীসহ আহত ৪

মেহেরপুরে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইক দুমড়েমুচড়ে গেছে। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় এক শিশু ও নারীসহ চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে ইজিবাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-ফতেপুর সড়কের কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার জলিল শেখের ছেলে ইজিবাইক চালক রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের জহিরুল ইসলামের স্ত্রী জাহিদা খাতুন। এছাড়া আহত অপর এক নারী ও এক শিশুর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। জাহিদা খাতুনসহ অন্যরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকটি উজলপুরের দিক থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিল। পথে কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা উজলপুরগামী একটি বেপরোয়া গতির খালি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-১৭১৩) ইজিবাইকটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি মুহূর্তেই দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে

এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে সংঘর্ষে ট্রাকটির জ্বালানি তেলের ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তেল সংকট দেখা দেয়। পরে চালক উজলপুর কুঠিপাড়া বাজার এলাকায় ট্রাকটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি উজলপুর বাজার এলাকায় ফেলে রেখে চালক পালিয়ে গেছে।

চালক ও ট্রাকের মালিককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে। তেলের ট্যাংক লিকেজ হওয়ায় ট্রাকটি তাৎক্ষণিকভাবে সরানো সম্ভব হয়নি। তবে সেটি থানা হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।”

মেহেরপুরে মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে ব্র্যাক ফিশারিজের প্রশিক্ষণ

মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও
খামারিদের দক্ষতা উন্নয়নের
লক্ষ্যে ব্র্যাক ফিশারিজ
এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে
দিনব্যাপী মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টাই শহরের সাধু বার্নবার চার্চ চত্বরে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে জেলার প্রায় ১০০ জন মৎস্যচাষী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত মানের পোনা নির্বাচন ও মজুদ, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন প্রোবায়োটিক প্রয়োগ, এয়ারেটরের ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়েও অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেওয়া হয়।

ব্রাক ফিসারিজ এন্টারপ্রাইজের চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ঝিনাইদহ অঞ্চলের সেলস’স অফিসার মোঃ গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস অফিসার রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানের আরও বক্তব্য রাখেন ট্রেইনার শাহারিয়া।
বক্তারা বলেন, পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে খামারিদের আয় ও লাভজনকতা বাড়ানো যায়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণকারীদের জন্য হাতে-কলমে শেখার সুযোগ রাখা হয়, যাতে তারা বাস্তব ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতা ও উন্মুক্ত আলোচনা পর্বের মাধ্যমে চাষীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

কর্মসূচির শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। আয়োজকরা জানান, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন এলাকার ছোট-বড় সকল মৎস্যচাষী অংশ গ্রহণ করেন।

সম্পাদকীয়-সীমান্ত আগ্রাসন ও পুশ-ইন

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সীমান্ত পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগ ও সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সীমান্ত অঞ্চলের সরেজমিন

প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এক আশঙ্কাজনক চিত্র।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে মানব পুশ-ইন বা জোরপূর্বক মানুষ ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাতের অন্ধকারে কিংবা সীমান্ত এলাকার ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে বিএসএফ নির্বিচারে মানুষকে বাংলাদেশের সীমানায় ঠেলে দেওয়ার জঘন্য খেলায় মেতে উঠেছে।

যদিও দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নির্ঘুম পাহারার মাধ্যমে এই পুশ-ইনের বহু চেষ্টা সফলভাবে নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তবুও এই আগ্রাসী প্রবণতা থামেনি।

বিএসএফের এই পুশ-ইন প্রক্রিয়া কেবল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি স্পষ্টত আন্তর্জাতিক আইন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের চরম লঙ্ঘন।

প্রতিবেশি একটি বৃহৎ রাষ্ট্র যখন তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এজেন্ডা বা সংকটের দায় অন্য একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর চাপাতে চায়, তখন তা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর বড় ধরনের আঘাত হানে।

প্রতিবেদনগুলোতে দেখা যাচ্ছে, পুশ-ইনের পাশাপাশি সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচারে গুলি ও হত্যা করার মতো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডও সমানতালে চলছে।

মুখে ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের’ বুলি আউড়ে সীমান্তে এমন অমানবিক ও আগ্রাসী আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নো-ম্যানস ল্যান্ডে মানুষকে আটকে রেখে যে মানবিক সংকট তৈরি করা হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে।

এই সংকটের মুখে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের অবস্থান এবং পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। সীমান্ত হত্যা ও পুশ-ইনের মতো ঘটনায় কেবল নামমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ বা কূটনৈতিক চিঠি চালাচালিই যথেষ্ট নয়।

বর্তমান বাস্তবতায় প্রয়োজন এক দূরদর্শী, দৃঢ় এবং সমমর্যাদার পররাষ্ট্র নীতি। বাংলাদেশ কোনো রাষ্ট্রের সাথে বৈরিতা চায় না,

আমাদের নীতি সর্বদাই সৌহার্দ্যপূর্ণ।

তবে সেই বন্ধুত্ব হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, মাথা নিচু করে কিংবা কোনো প্রকার কুর্নিশ করে নয়। জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো ধরনের শিথিলতা দেখানোর সুযোগ নেই।

সীমান্তের এই আগ্রাসন রুখতে বিজিবি ও স্থানীয় জনগণের দেশপ্রেমী প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তবে একে স্থায়ী রূপ দিতে হলে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপের বিকল্প নেই। সরকারকে অনতিবিলম্বে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের এই পুশ-ইন ও সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ তুলতে হবে।

সীমান্ত সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশাসনকে আরও কঠোর ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য জাতিকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

মেহেরপুরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিম (এসডিপি) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রামের আওতায় “মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” শীর্ষক বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিগার সুলতানা। বক্তারা শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির বিকাশে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

মেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনী নিয়ে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল, এএলএম জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন, যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কাজী কুদ্রাতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

পরে প্রধান অতিথি বাবলু সূত্রধরসহ অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ সময় তারা শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

বিএসএফের পুশ-ইন ও সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদ

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর পুশ-ইন এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর জেলা ‘১১ দলীয় ঐক্যজোট’-এর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মিছিলটি মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ১০৫ নং সীমান্ত পিলার সংলগ্ন স্বাধীনতা সড়কে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

স্বাধীনতা সড়কে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন— জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহাবুবুল আলম, সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন এবং এনসিপির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, বিডিপির জেলা সহ-সভাপতি নূর রহমান, মুজিবনগর উপজেলার নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল খাইরুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম।

জামায়াতের নায়েবে আমির মাহাবুবুল আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন বর্ডার থেকে রাতের অন্ধকারে জোর করে মানুষকে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া (পুশ-ইন) হচ্ছে। রাতে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে পাটের জমি থেকে জনগণকে সাথে নিয়ে বুক টান টান করে বাংলাদেশের বিজিবির জোয়ানরা তাদের প্রতিহত করে চলেছেন। ভারত বৃহৎ একটি রাষ্ট্র হলেও তারা সব সময় বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। সব সময় নিজেদের সুবিধা ভোগ করার জন্য তাদের মনমতো একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের মনমতো সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। এই কারণেই শুভেন্দু অধিকারীরা যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি তারা সাধারণ মানুষকে বাংলাদেশী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু আখ্যা দিয়ে পুশ-ইন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।”

তিনি আরও বলেন, “এই ষড়যন্ত্র কখনো সার্থক হবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি শুভেন্দু অধিকারীরা মুসলমানদের হত্যা করছে, মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সদ্য সমাপ্ত কোরবানির ঈদে মুসলমানদের গরু কোরবানির সব উৎসবকে তারা আইন তৈরি করে বন্ধ করে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের মুসলমানরা শুধু তীব্র বিদ্রোহ করছে তাই নয়, ভারতের মুসলমানরাও একজোট হয়েছে এবং হিন্দুরাও তাদের সাথে আছে। তারা এই সুযোগে বাংলাদেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য পুশ-ইনের মতো জঘন্য পথ বেছে নিয়েছে। তবে বিজিবির জোয়ানরা সীমান্তে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নির্ঘুম থেকে পাহারা দিচ্ছেন।”

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন বলেন, “আজকের

কর্মসূচি হচ্ছে ভারতের একতরফা পুশ-ইন ও সীমান্ত গণহত্যার বিরুদ্ধে। আমরা যদি বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের হিসাব পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব এই ১০০ দিনে তারা প্রায় ২৪টি পয়েন্ট থেকে সারা বাংলাদেশে ২ হাজার ৬০৯ জনকে পুশ-ইন করেছে। বাংলাদেশ সরকার এ নিয়ে নামমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, যা দেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক। শুধু পুশ-ইন করেই তারা ক্ষান্ত নয়, বিগত ১০০ দিনে সীমান্তে প্রায় ১৯ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে এবং আমাদের আরও ২৪ জন ভাইকে আহত করেছে। শুধু ভারত সীমান্তে নয়, মিয়ানমার সীমান্তেও প্রতিনিয়ত হত্যাকাণ্ড চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নির্বাক হয়ে দেখছে, কোনো জোরালো প্রতিবাদ করছে না।”

তিনি আরও যোগ করেন, “আমি বলতে চাই, তারেক রহমান, আপনি যদি জিয়াউর রহমানের পুত্র হয়ে থাকেন, তাহলে জিয়াউর রহমানের ভাষায়ই ভারতের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। মেহেরপুরের এই সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতের এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা স্পষ্ট বলতে চাই— সীমান্তে হত্যা ও পুশ-ইনের মতো সব অপকর্ম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং মুখে যে বন্ধুত্বের কথা বলা হয়, তা বাস্তবে প্রমাণ করতে হবে।”

এনসিপির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমি বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতীয় সরকারকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি হবে ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ— তবে তা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কুর্নিশ করে নয়। আমরা বন্ধুত্ব অবশ্যই চাই, কারও সাথে শত্রুতা চাই না; কিন্তু সে বন্ধুত্ব হতে হবে সম মর্যাদার। আগের মতো কুর্নিশ করার বাংলাদেশ আর নাই, সেভাবে দেশ চলবেও না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামা ওবায়েদ এমপি কর্তৃক ১৩টি চিঠি পাঠানোর কথায় আশাহত হই। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী— (যাঁকে ভারতীয় ‘র’-এর এজেন্ট বা বাংলাদেশ শাখার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বলা হচ্ছে)— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদের বিবৃতিতেও হতাশ হই। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ। আমরা সরকারকে সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে চাই, কিন্তু সরকার যদি ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নীরব থাকে, তবে আমরা সরকারের বিরুদ্ধেও কথা বলতে এক মিনিটও ভাবব না, ইনশাআল্লাহ। ভারতীয় পুশ-ইন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আমরা সর্বস্তরের জনসাধারণ ও প্রশাসনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।”

সমাবেশে অন্যান্য বক্তারাও সীমান্তে বিএসএফের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড এবং জোরপূর্বক পুশ-ইনের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা অনতিবিলম্বে সীমান্তে এই ধরনের অমানবিক ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার দাবি জানান। একই সাথে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে ‘১১ দলীয় ঐক্যজোট’-এর মেহেরপুর জেলা শাখার শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

‘মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে উপজেলা পর্যায়ের “নতুন উদ্যোগ, বিজ্ঞান প্রকল্প এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী প্রোগ্রাম” অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশের এসইডিপি-র শিক্ষাগত উৎকর্ষ সহায়তা প্রকল্প (ইইএসএস)-এর আয়োজনে এই ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে উপজেলার ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রজেক্ট, নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন, “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আজকের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে রয়েছে অদম্য মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি। এই ধরনের প্রদর্শনী তাদের ভেতরের লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। উপজেলার ১২টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে আমরা একটি বিজ্ঞানমনস্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞান, নতুন উদ্যোগ ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করবে।”

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে বলেন, তরুণদের এই উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাগুলোই আগামী দিনের সফল উদ্যোক্তা তৈরি করতে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর স্টল পরিদর্শন করেন অতিথিবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

১৪ বছরেও বিচার মেলেনি শরিফুল হত্যা মামলার, দ্রুত বিচার দাবি পরিবারের

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের যুবক শরিফুল ইসলাম হত্যার প্রায় ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো বিচার না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন তার পরিবার ও স্থানীয়রা। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ্যে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত শেষ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৪ বছর বয়সী শরিফুল ইসলাম ছাত্রদলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তি তাকে প্রকাশ্যে মারধর করে হত্যা করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অন্য একটি ঘটনায় গুরুতর আহত হন একই গ্রামের মঞ্জুর আলী। হামলাকারীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। তবে প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি বর্তমানে মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

মঞ্জুর আলী বলেন, ঘটনার স্মৃতি এখনো তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আদালতে মামলা করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে আপস করতে বাধ্য হন। দুই কন্যা সন্তান নিয়ে পঙ্গুত্বের মধ্যেই সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এছাড়া একই সময়ে মিঠু নামের আরেক ব্যক্তিকে গুমের চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন শরিফুল ইসলাম বাড়ির অদূরে একটি পুকুরপাড়ের চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। মামলার এজাহার অনুযায়ী, একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাকে মারধর শুরু করে। একপর্যায়ে তিনি বাড়ির দিকে চলে গেলে বাড়ির পাশেই কুলসুম নামের এক নারীর বাড়ির সামনে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

মামলার এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় বাবু দফাদার, জাহাঙ্গীর, আসলাম, মজিবারসহ আরও কয়েকজন জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মামলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কুলসুম বলেন, হত্যাকাণ্ডটি তার সামনেই সংঘটিত হয়েছিল। আদালতেও তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থানায় মামলা গ্রহণ না করায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। প্রথম বাদী ছিলেন নিহত শরিফুলের ভাই তৌয়ব আলী। তার মৃত্যুর পর বর্তমানে মামলার বাদী হিসেবে রয়েছেন তার ছেলে হাসান। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে মামলাটি চলমান থাকলেও এখনো চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও পরবর্তীতে আবার এলাকায় ফিরে এসে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বর্তমানে মামলার অভিযুক্তরা

জামিনে রয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘসূত্রতা বন্ধ করে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। তাদের মতে, এ ধরনের আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও বাড়বে।

‎গাংনীতে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রযুক্তির প্রসার এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে উৎসাহিত করতে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মো: তরিকুল ইসলাম।

‎অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার সুমন চন্দ্র দেবনাথ।

‎অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, এনসিপি নেতা মোঃ মুজাহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এনজিও কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকবৃন্দ।

‎অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, উপজেলা একাডেমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাসুম।মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদের এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগ ঘুরে দেখেন অতিথিরা এবং তাদের উৎসাহিত করেন।

‎আয়োজকরা জানান, বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনে আগ্রহী করে তুলতেই এ ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

‎মেলাটি যৌথভাবে আয়োজন করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)।

যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণায় মেহেরপুরে আনন্দ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের নেতৃত্বে মিছিলটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি হাসানুজ্জামান, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রোকনুজ্জামান, মেহেদী হাসান রোকন, পৌর যুবদলের সভাপতি সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি এবং যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা- কর্মীরা।

বক্তারা নবগঠিত কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।